প্রথম অধ্যায়

উদ্যোগগ্রহণের ধারণা এবং উদ্যোক্তা (Concept of Entrepreneurship and the Entrepreneur)

- উদ্যোগগ্রহণের ধারণা
- উদ্যোগগ্রহণের সংজ্ঞা
- উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতি

■ উদ্যোগগ্রহণের ধারণা (Concept of Entrepreneurship) ঃ

উদ্যোগগ্রহণ হল একটি অর্থনৈতিক ধারণা। ফরাসী শব্দ **'এন্ট্রাপ্রেনডার'** (Entreprendre) থেকে ইংরাজীতে 'এন্ট্রাপ্রেনিয়ারশিপ' (Entrepreneurship) কথাটির উদ্ভব হয়েছে। এর অর্থ হল কোন নতুন উদ্যোগগ্রহণে যে ঝুঁকি থাকে তা বহন করবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি। ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ **রিচার্ড ক্যানটিলন (*Richard Cantillon*)** ১৭৫৫ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে উদ্যোগগ্রহণের ধারণাটিকে মূলত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ধারণা হিসাবে গণ্য করেছেন।

অর্থনীতিতে চারটি উপাদান আছে। যেমন—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উদ্যোগগ্রহণ এই চারটি উপাদানকে একত্রিত করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে।

উদ্যোক্তা সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদের ব্যবহার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বহন করেন।

অ্যাডাম স্মিথ (***Adam Smith***) ১৭৭৬ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ "Wealth of Nation"-এ "এন্টারপ্রাইজার" (Enterpriser) শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে যে ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কোন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সাড়া দেন তাঁকেই উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক চাহিদাকে যোগানে রূপান্তরিত করেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করেন।

ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ **জাঁ ব্যাপটিস্ট সে (*Jean Baptiste Say*)** ১৮০৩ সালে প্রকাশিত **ট্রিটিজ্ অন্ পলিটিক্যাল ইকোনমি** (Treatise on Political Economy) গ্রন্থে উদ্যোক্তা বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন যিনি কোন নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দক্ষ এবং যিনি সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ **জন স্টুয়ার্ট মিল (*John Stuart Mill*)** ১৮৪৮ সালে এই মত প্রকাশ করেন যে উদ্যোক্তা এমন এক ব্যক্তি যিনি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন ও ঝুঁকি বহন করেন। উদ্যোগকে তিনি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। উদ্যোক্তা হলেন কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক।

অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ **কার্ল মেনজার (*Carl Menger*)** ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে উদ্যোক্তাকে পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উপকরণ বা সম্পদগুলিকে পণ্য ও সেবায় পরিণত করার জন্য উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ **স্যুম্পিটার (*Schumpeter*)** ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে উদ্যোগগ্রহণ বলতে **সৃজনশীল ধ্বংসাত্মক** (Creative Destruction) কাজের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। যে কর্মশক্তি চিরাচরিত ও স্বীকৃত কর্মপন্থাকে ধ্বংস করে কাজ করার নতুন ও উন্নত কর্মপন্থা সৃষ্টি করে এবং যাতে মানবিক সম্পদের সৃজনশীলতা ও নতুন কর্মপন্থা উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাকেই উদ্যোগগ্রহণ বলে।

দার্শনিক **ডেভিড ম্যাকক্লিল্যান্ড (*David McCleland*)** ১৯৬১ সালে তাঁর বিখ্যাত **"দি অ্যাচিভিং সোসাইটি"** (The Achieving Society) গ্রন্থে অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ ও ঝুঁকি বহনে সক্ষম মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত ব্যক্তির উদ্যমকে উদ্যোগগ্রহণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

সমাজতত্ত্ববিদ **ম্যাক্স ওয়েবার (*Max Weber*)** উদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করেছেন।

আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী উদ্যোগগ্রহণ হল নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং তার দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার কাজ। উদ্যোগ উন্নয়ন একটি পৃথক শাস্ত্র বা জ্ঞানের ক্ষেত্র। এটি একটি সৃজনশীল কর্মপ্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত উদ্যম। উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উপকরণগুলিকে সমন্বিত করে এবং ঝুঁকি বহন করে যখন নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন ও ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা করেন তখন তাকে উদ্যোগগ্রহণ বলে। উদ্যোগগ্রহণে উদ্ভাবনের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা না থাকলে উদ্যোগগ্রহণ করা যায় না। সুতরাং উদ্যোগগ্রহণের ধারণায় (i) ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, (ii) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (iii) স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনশীলতার উপাদান, (iv) পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যকরণের ক্ষমতা ও (v) উদ্ভাবনের কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়।

■ উদ্যোগগ্রহণের সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneurship) ঃ

ফরাসী শব্দ "এন্ট্রাপ্রেনিয়ার" (*Entrepreneur*) কথাটির অর্থ হল *'আঁত্রেপনা'* বা সংগঠক। আগে 'আঁত্রেপনা' বলতে কোন সঙ্গীত বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের সংগঠককে বোঝানো হত। কিন্তু এখন 'আঁত্রেপনা' বা সংগঠক কথাটি বলতে উদ্যোক্তাকে বোঝায় এবং উদ্যোগগ্রহণ বলতে বোঝায় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা, নতুন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্যতা যাচাই করা, উৎপাদনের প্রকৃতি এবং অর্থ-সংস্থানের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, বস্তুগত সম্পদ যেমন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও মানবিক সম্পদ যেমন শ্রমিক-কর্মী, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়সাধনের কাজকে।

উদ্যোগগ্রহণ একটি প্রক্রিয়া যাতে উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে নতুন কোন উদ্যোগ বা পণ্য আবিষ্কার করেন অথবা নতুন কোন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে পণ্য বা সেবার বিপণন করেন। উদ্যোগগ্রহণে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও ঝুঁকি বহনের উপাদান থাকে।

✓ জোসেফ স্যুমপিটার (***Joseph Schumpeter***)-এর মতে, "উদ্যোগগ্রহণ হল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংস্কারসাধন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার কাজ। কোন কিছু উদ্ভাবন করে বা নতুন কোন পণ্য তৈরি করা বা পুরানো পণ্যকে নতুন-উপায়ে তৈরি করার জন্য প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আবিষ্কার করা বা কাঁচামাল সরবরাহের নতুন উৎসের সন্ধান করা বা দ্রব্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করা।"

✓ পিটার এফ. ড্রাকার (***Peter F. Drucker***)-এর মতে "সম্পদকে প্রগতিশীল কাজের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করাই উদ্যোগগ্রহণ।"

✓ জে. ই. স্টেপানেক (***J. E. Stepanek***)-এর মতে, "উদ্যোগগ্রহণ বলতে বোঝায় নতুন উদ্যোগের জন্য ঝুঁকি নেওয়া, সংগঠন তৈরি করা, উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।"

✓ বোয়েন ও হিস্‌রিচ (***Bowen and Hisrich***)-এর মতে, "উদ্যোগগ্রহণ বলতে এমন এক পদ্ধতিকে বোঝায় যা প্রয়োজনীয় সময় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিছু *"আলাদা বা পৃথক মূল্য"* সৃষ্টি করতে পারে এবং যা আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক ঝুঁকি নিয়ে আর্থিক পুরস্কার ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিবিধান করে।"

✓ জে. সি. বার্ণা (***J. C. Berna***)-র মতে, "উদ্যোগগ্রহণ হল এক প্রকার মানবিক দক্ষতা—এতে দক্ষতা ও ক্ষমতার সংযুক্তি ঘটে।"

✓ জেফরী এ. টিমনস্ (***Jeffry A. Timmons***)-এর মতে, "কোন কিছু সৃষ্টি ও গড়ে তোলার ক্ষমতাকে উদ্যোগগ্রহণ বলে।"

✓ এ. এইচ. কোল (***A. H. Cole***)-এর মতে "উদ্যোগগ্রহণ বলতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পাদিত উদ্দেশ্যমূলক কাজকে বোঝায়। এই কাজের মাধ্যমে একটি লাভজনক কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা হয় যাতে পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টন করা সম্ভব হয়।"

✓ রবার্ট রনস্টাড্‌ট (***Robert Ronstudt***)-এর মতে, "ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সৃজনশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গতিশীল প্রক্রিয়াকে উদ্যোগগ্রহণ বলে।"

✓ এম. সি. গুপ্তা (***M. C. Gupta***)-র মতে, "উদ্যোগগ্রহণ হল বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সন্ধানের কাজ, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সংগঠন করার কাজ, মূলধন সংগ্রহ, শ্রমিক সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ, স্থান সন্ধান, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য উচ্চস্তর ব্যবস্থাপক নির্বাচন করার কাজ।"

সুতরাং বলা যেতে পারে যে **উদ্যোগগ্রহণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানের জন্য যে-কোন ধরনের সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়া। এতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর**

ইচ্ছা, ক্ষমতা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন পণ্য ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং ঝুঁকি-গ্রহণ, সংগঠন সৃষ্টি ও উৎপাদন কৌশলের সুযোগ সন্ধানের ক্ষমতার কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোন বিশেষ বা আলাদা মূল্য সৃষ্টি করা যায়।

সহজভাবে বলা যায় যে উদ্যোগগ্রহণ হল এমন একটি প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা, ক্ষমতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। **সুতরাং উদ্যোগগ্রহণ হল ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।**

■ উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতি (Nature of Entrepreneurship) ঃ

জোসেফ স্যুম্পিটার (*Joseph Schumpeter*) মনে করেন যে উদ্যোগগ্রহণ কারবার স্থাপন ও পরিচালনার প্রক্রিয়া। এতে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলির কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতি নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ **১। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা (Personal or Group Effort) ঃ** একক বা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্যোগগ্রহণ করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তি নিজের একক প্রচেষ্টায় বা একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণত ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্যোগগ্রহণ করা হয়।

➢ **২। সৃজনশীলতা (Creativity) ঃ** অধ্যাপক **জোসেফ স্যুম্পিটার** (*Prof. Joseph Schumpeter*)-এর মতে "উদ্যোগগ্রহণ হল সৃজনশীল ধ্বংসের শক্তি।" এতে পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানের ধারণা সৃষ্টি করা হয়। সৃজনশীলতা উদ্যোগ সম্বন্ধীয় মানসিক ধারণা সৃষ্টি করে।

➢ **৩। উদ্ভাবন (Innovation) ঃ** উদ্যোগগ্রহণের অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। উদ্যোগগ্রহণে উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক সাফল্যে ব্যবহার করা হয়, সম্পদ সংগ্রহ করা হয়, মানবিক উপাদানের সমন্বয় ঘটানো হয় এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সম্পদগুলির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়। **স্যুম্পিটার** (*Schumpeter*) তাঁর *"Theory of Innovation"* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নতুন কিছু করার প্রক্রিয়াই হল উদ্ভাবন। উদ্ভাবন সৃজনশীল ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করে এবং পুরানো দ্রব্যকে ধ্বংস করে নতুন ও উন্নত ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে। এর ফলে বর্ধিত সম্পদ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়।

➢ **৪। নতুন প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সৃষ্টি (Creation of New Enterprise) ঃ** উদ্যোগগ্রহণ নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। বস্তুগত সম্পদ যেমন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং মানবিক সম্পদ অর্থাৎ কর্মীদের সমন্বয় সাধন করে উদ্যোগগ্রহণে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।

➢ **৫। শিল্পমুখী প্রচেষ্টা (Industry-oriented Effort) ঃ** অ্যাডাম স্মিথ (*Adam Smith*)-এর মতে উদ্যোগগ্রহণ মূলত শিল্প সংগঠনের কাজ। উদ্যোক্তা শিল্প-সংগঠক হিসাবে কোন শিল্প গড়ে তোলেন এবং উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে শিল্পে বাণিজ্যিক সাফল্য আনার প্রচেষ্টা করেন। সুতরাং উদ্যোগগ্রহণ হল শিল্পমুখী প্রচেষ্টা।

➢ **৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি (Accelerating Economic Development) ঃ** উদ্যোগগ্রহণ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি তরান্বিত করে। উদ্যোগগ্রহণ এক ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ, কারণ এটি অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধান করে। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করে উদ্যোগগ্রহণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে।

➢ **৭। সমাজমুখী প্রচেষ্টা (Social-oriented Effort) ঃ** উদ্যোগগ্রহণ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে। এটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ভোক্তার চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি সমাজমুখী কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

➢ **৮। ঝুঁকি-গ্রহণ (Risk-taking) ঃ** উদ্যোগগ্রহণ নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, কাঁচামালের নতুন উৎসের অনুসন্ধান করে, নতুন বাজারের সন্ধান করে, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির অনুসন্ধান ও প্রয়োগ করে।

এইসব কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ অভ্রান্ত না হয়, তবে উদ্যোগগ্রহণ ব্যর্থ হয়। তাই যে কোন উদ্যোগগ্রহণের ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি-গ্রহণ করতে হয়।

➢ ৯। **সমন্বিত প্রচেষ্টা (Co-ordinated Effort) :** উদ্যোগগ্রহণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় হতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ইত্যাদি উদ্যোগগ্রহণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার সরকারী, বেসরকারী বা যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে। তাই উদ্যোগগ্রহণ বিভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ভূত সমন্বিত প্রচেষ্টা।

➢ ১০। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃত (Path-finder of Economic Development) :** উদ্যোগগ্রহণে মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি-গ্রহণ, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে। এতে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এইসব সুসংহত কাজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। তাই উদ্যোগগ্রহণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ বলা হয়।

➢ ১১। **উদ্যোগগ্রহণ একটি প্রক্রিয়া (Entrepreneurship is a Process) :** উদ্যোগগ্রহণ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত পারস্পরিক-সম্পর্কযুক্ত কিছু কাজের রীতিবদ্ধ গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যমুখী, সমাজমুখী, সৃজনমুখী, উদ্ভাবনমুখী ও গতিশীল। উদ্যোগগ্রহণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় আছে। এই ধাপ বা পর্যায়গুলি হল : (i) গঠনমুখী পরিকল্পনা রচনা করা, (ii) সংগঠন স্থাপন করা, (iii) মানবিক ও বস্তুগত উপকরণ সংগ্রহ করা, (iv) প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ব্যবহার করা ও সুযোগ সন্ধান করা, (v) গতিশীল নেতৃত্বপ্রদান করা, এবং (vi) সমন্বয়সাধন করা।

➢ ১২। **সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি (Increase in Individual and Social Wealth) :** উদ্যোগগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় কারণ এতে সৃজনশীল ও গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা থাকে। এই কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকরণগুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে সমাজের মোট সম্পদকে বৃদ্ধি করে।

➢ ১৩। **ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা (Individual Perception) :** ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা উদ্যোগগ্রহণের প্রধান হাতিয়ার। **কার্ল এইচ. ভেসপার** (***Karl H. Vesper***) ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রখ্যাত "*New Venture Strategies*" গ্রন্থে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাকে উদ্যোগগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী, স্যার জামসেদজী টাটার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানী ফোর্ড-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। আবার উইলিয়াম গেটস্-এর উদ্যোগে সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় গড়ে উঠেছে মাইক্রোসফট্ কর্পোরেশন।

➢ ১৪। **সুযোগ সন্ধান (Searching Opportunity) :** সুযোগ অন্বেষণ করা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক উদ্যোগগ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি। কোন উদ্যোগকে সার্থক করতে হলে উদ্যোগ-সংক্রান্ত সুযোগ খুঁজে বার করতে হয় এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উচ্চ প্রযুক্তিগত (Hi-tech) উন্নয়নের সুযোগ নিয়ে কম্পিউটার-এর উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ ১৫। **মানবিক আচরণ-সম্পর্কিত উপকরণ (Human Relations Input) :** উদ্যোগগ্রহণ একটি মানবিক উপকরণ। এই উপকরণটি অর্থনীতির অন্যান্য উপকরণগুলিকে, যেমন—জমি, শ্রম ও মূলধনকে কর্মমুখী করে তোলে।

➢ ১৬। **স্বাতন্ত্র্যতা (Independence) :** উদ্যোগগ্রহণ স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সুযোগ সন্ধান ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

➢ ১৭। **ধারাবাহিকতা (Continuity) :** উদ্যোগগ্রহণ কোন বিচ্ছিন্ন কাজ নয়, এটি একটি ধারাবাহিক কর্মপ্রক্রিয়া। এটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয়ুষ্কালে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

➢ ১৮। **গতিশীলতা (Dynamism) :** উদ্যোগগ্রহণ সম্পদ সৃষ্টির একটি গতিশীল কর্মপ্রক্রিয়া। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার, নতুন নতুন প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতিও গতিশীল হয়।

➢ ১৯। **অনভ্যস্ত কাজ (An Unaccustomed Activity) :** উদ্যোগগ্রহণের কাজ কোন সাধারণ নিয়মমাফিক কাজ নয়। উদ্ভাবনের ফলে যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয় তার সদ্ব্যবহার করাই এর লক্ষ্য। সুতরাং

এটি একটি অনভ্যস্ত কাজ। নতুন দ্রব্য ও সেবার প্রবর্তন, নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান, নতুন সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি অনভ্যস্ত কাজগুলি উদ্যোগগ্রহণের কাজ। উদ্যোগগ্রহণ নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে ও সম্পদের পুনর্নির্দেশনায় সাহায্য করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

➢ ২০। **সম্পদ (Wealth) ঃ** উদ্যোগগ্রহণ একটি সম্পদ। উদ্যোগগ্রহণ সম্পদের একদিকে গুণগত মান এবং অন্যদিকে পরিমাণগত দিক থাকে।

উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতি নিচে চিত্রলিপির মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

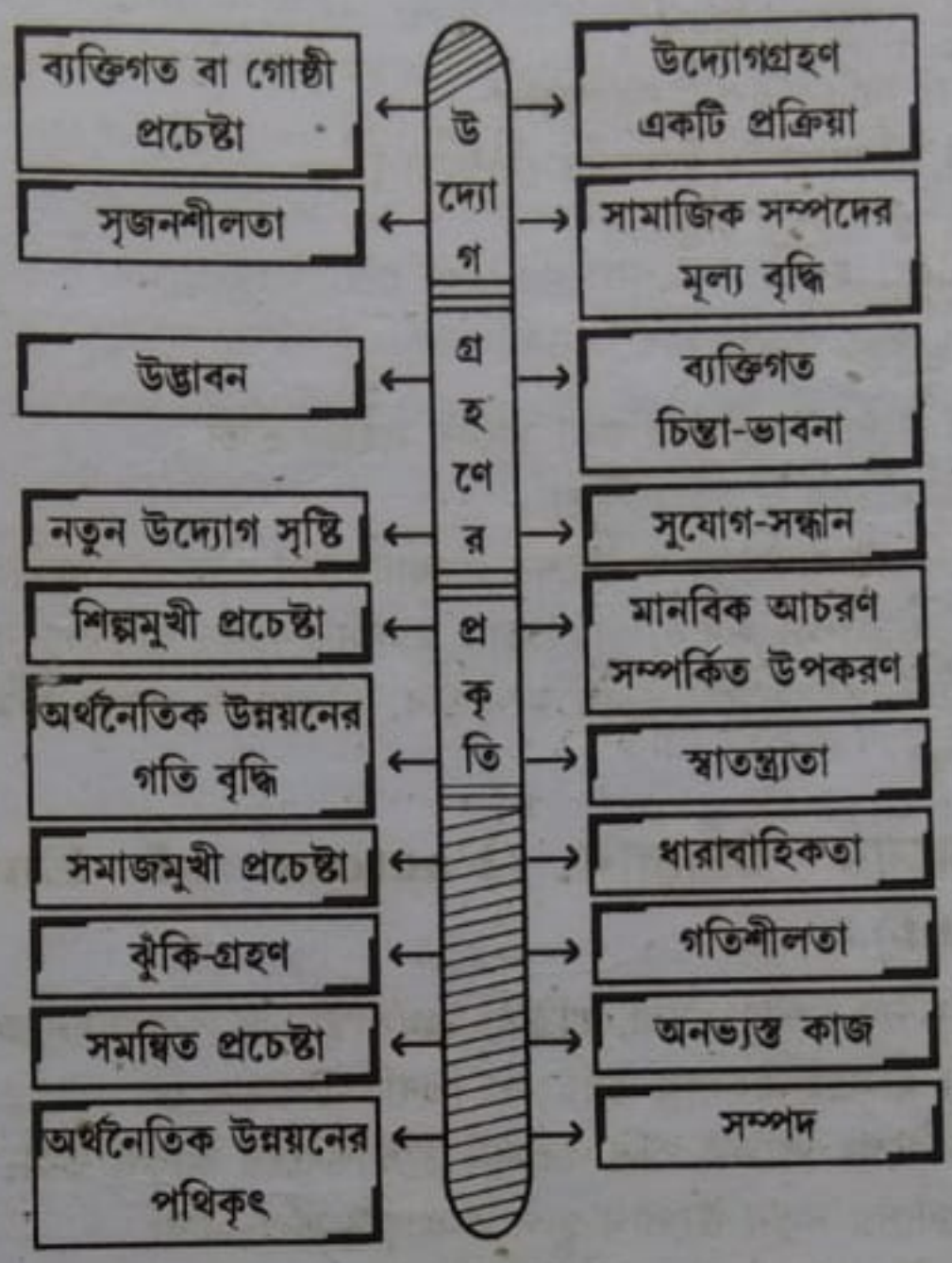

■ উদ্যোগ উন্নয়নের ধারণা
■ উদ্যোগ উন্নয়নের উপাদান
■ উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া

■ উদ্যোগ উন্নয়নের ধারণা (Concept of Entrepreneurship Development)

উদ্যোগ গড়ে তোলা, উদ্যোগের সুষ্ঠু পরিচালনা করা, নতুন নিয়োগ সম্ভব করা এবং সামগ্রিকভাবে কারবারী পরিবেশ উন্নত করে নতুন শিল্পোন্নয়নের পথকে উন্নত করাকে উদ্যোগ উন্নয়ন বলে। উদ্যোগ উন্নয়নের ফলে সেই অঞ্চল বা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

উদ্যোগ উন্নয়নের ধারণাটি সম্পদের নিয়োগ অর্থাৎ কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও মানব সম্পদ, মূলধন ইত্যাদির সদ্ব্যবহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্যোগ উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পের উন্নয়ন ঘটায় এবং নতুন শিল্প ও সেবার উদ্ভাবন করে। উদ্যোগ গড়ে তোলেন উদ্যোক্তা। সুতরাং উদ্যোগগ্রহণে আগ্রহী ও উদ্যোগগ্রহণে সামর্থ্য আছে এরূপ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির উন্নয়ন উদ্যোগ উন্নয়নে অপরিহার্য। সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রচেষ্টায় উদ্যোগ উন্নয়ন সম্ভব।

উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে কোন বিশেষ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে, নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহী হতে হবে, অন্যদের নতুন উদ্যোগে প্রেরণা যোগাতে হবে। স্বয়ম্ভরতা, অর্থ উপার্জনের প্রবল তাগিদা এবং স্ব-উৎপাদনের সদিচ্ছা উদ্যোগ উন্নয়নের সহায়ক।

Dept. of Commerce
Acc. No. .....
Date.....

উদ্যোগ উন্নয়নে যে-সব বিষয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি হল ঃ

(i) নতুন নতুন সুযোগ-সন্ধানের সদ্ব্যবহার করা ;
(ii) বাহ্যিক পরিবেশ ;
(iii) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ;
(iv) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা ;
(v) আর্থ-সামাজিক অবস্থা ;
(vi) রাজনৈতিক ও আইনগত প্রভাব ;
(vii) ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যম ;
(viii) সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক উত্তরাধিকার ;
(ix) সাম্প্রদায়িক, পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ;
(x) সঠিক সময় ও আয়ের সম্ভাবনা ;
(xi) সাংগঠনিক ক্ষমতা ;
(xii) উদ্যোক্তার আর্থিক সামর্থ্য ;
(xiii) কাঁচামাল ও উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানের সহজলভ্যতা ;
(xiv) সরকারের মনোভাব ও সহযোগিতা ;
(xv) সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের বা দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিকাঠামো এবং
(xvi) উদ্যোক্তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, আত্মপ্রত্যয়, মানসিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, কার্য সম্পাদনের দক্ষতা, সময় সম্পর্কে সচেতনতা, সহযোগিতার মনোভাব, মেলামেশা করার ক্ষমতা এবং যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

■ উদ্যোগ উন্নয়নের উপাদান (Factors of Entrepreneurship Development) ঃ

উদ্যোগ উন্নয়ন বলতে নতুন পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া, কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়নকে বোঝায়। **অধ্যাপক রাও ও গ্ল্যাডি** (*Rao & Glady*)-র মতে উদ্যোগ উন্নয়নের তিনটি উপাদান হল ঃ

(i) কোন একটি বিশেষ শিল্পের প্রতি বর্তমান উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা;
(ii) নতুন উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্যোগ স্থাপনে আকৃষ্ট করা; এবং
(iii) এক ধরনের শিল্প থেকে অন্য ধরনের শিল্পে উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা।

উদ্যোগ উন্নয়নের উপাদানগুলি হল ঃ

➢ ১। **কাঁচামালের সহজলভ্যতা ঃ** সহজে কাঁচামাল পাওয়া গেলে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন সম্ভব হয়। যে স্থানে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে, সেই স্থানে কাঁচামালের ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা হয়।

➢ ২। **প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ঃ** যে অঞ্চলে প্রযুক্তিবিদ্যার সহজলভ্যতা আছে সেই অঞ্চলে উদ্যোগগ্রহণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ও বাঙ্গালোরের সফ্‌টওয়ার উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন।

➢ ৩। **দক্ষতা ঃ** উদ্যোক্তার দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সক্ষমতা উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নে সাহায্য করে। উদ্যোক্তার দক্ষতা আবার দু'রকম হয়, যেমন—

(i) **প্রকল্প উন্নয়ন দক্ষতা ঃ** এইরূপ দক্ষতা থাকলে উদ্যোক্তা প্রকল্প পরিকল্পনা ও প্রণয়ন করতে সমর্থ হন। প্রকল্প প্রণয়নের দক্ষতার সাহায্যে উদ্যোক্তা কিভাবে প্রকল্প গড়ে তুলতে হয়, কোন্ কোন্ স্তরে প্রকল্পের কাজ কিভাবে সম্পাদন করতে হবে, প্রকল্প বা উদ্যোগগ্রহণে কি কি তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে এবং কিভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তা স্থির করতে পারেন।
(ii) **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ঃ** উদ্যোগ স্থাপন করার পর তার উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। এই কারণে উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে উদ্যোগ উন্নয়নের প্রচেষ্টা করতে হয়।

➢ ৪। **প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ঃ** প্রশিক্ষণ বিশেষ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নে সাহায্য করে।

➢ ৫। **উৎপাদন কৌশলের বিবর্তন ঃ** বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন পদ্ধতির সুবিধা, লাভজনকতা, কাঁচামাল প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন কৌশলের সঙ্গে পরিচিতি, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে উদ্যোক্তাকে সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন কৌশল বাছাই বা নির্বাচন করে নিতে হয়। সঠিক উৎপাদন কৌশলের নির্বাচন উদ্যোগগ্রহণ ও উন্নয়নের অপরিহার্য বিষয়।

➢ ৬। **স্বাধীনতা ঃ** উদ্যোগগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার, পরিকল্পনা রচনা করার, সম্পদ সংগ্রহ করার এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকতে হবে। অপরের ওপর নির্ভরশীলতা উদ্যোগ উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটায়।

➢ ৭। **অনুপ্রেরণা ঃ** উদ্যোগগ্রহণ ও উন্নয়নে অনুপ্রেরণা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীরা উদ্যোক্তাকে উদ্যোগগ্রহণে প্রেরণা দিতে পারেন।

➢ ৮। **প্রভাব ঃ** জাতিগত, গোষ্ঠীগত, শ্রেণীগত প্রভাব কোন একটি বিশেষ জাতির উদ্যোক্তাদের বিশেষ ধরনের উদ্যোগগ্রহণ ও উন্নয়নের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বিশেষ ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে সাহায্য করে। সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর উদ্যোক্তারা সহযোগিতা করলেও নতুন উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

উদ্যোগ উন্নয়নের উপাদানগুলি চিত্রলিপির মাধ্যমে নিচে দেখানো হল ঃ

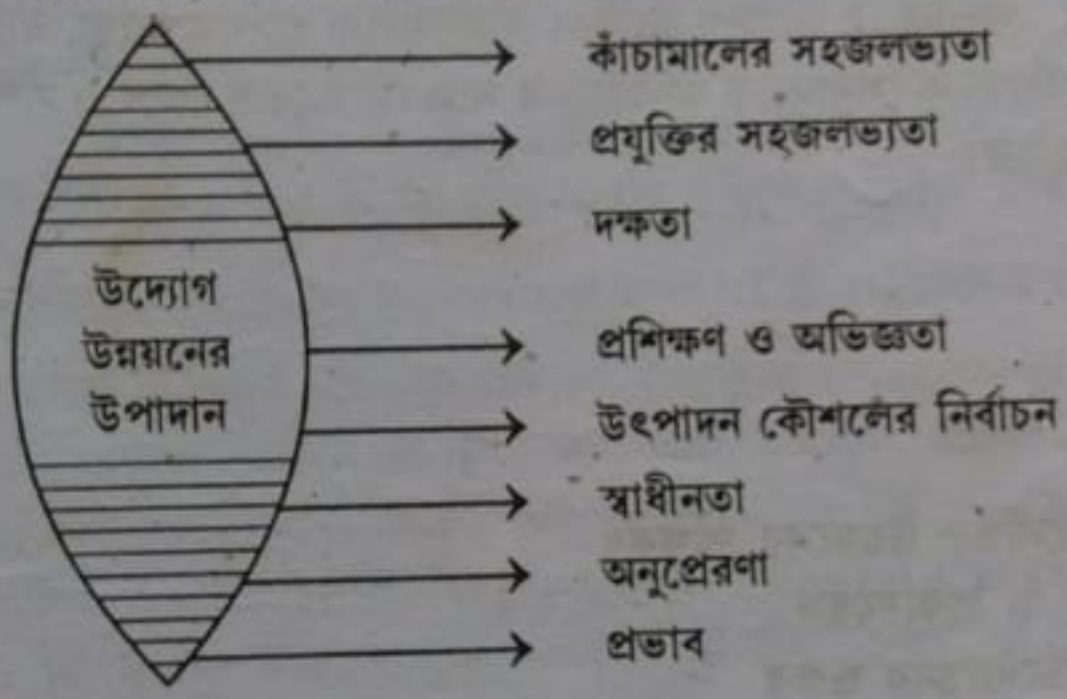

■ উদ্যোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Process of Entrepreneurship Development) ঃ

উদ্যোগ উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং শিল্পায়ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উদ্যোগ উন্নয়ন কতকগুলি উপাদান বা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন—(i) উদ্যোক্তার ক্ষমতা বা সামর্থ্য, (ii) প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, (iii) আর্থ-সামাজিক অবস্থা (iv) সহায়ক পদ্ধতি, (v) নতুন পণ্য ও নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন, (vi) বিভিন্ন সম্পদ বা উপকরণের মধ্যে সমন্বয়-সাধন, (vii) তথ্য সংগ্রহ, বাছাই বা নির্বাচন, এবং (viii) সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোক্তার উপলব্ধির ক্ষমতা, আবেগ, অনুপ্রেরণা ও ব্যক্তিত্ব।

উদ্যোগ উন্নয়নের প্রক্রিয়া নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ (১) **তথ্য অনুসন্ধান ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে নতুন নতুন তথ্যের অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করতে হয়।

➢ (২) **নতুন পণ্য ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপাদন কৌশল বা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হয়।

➢ (৩) **উৎপাদন কৌশল ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপাদন কৌশল বা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হয়।

➢ (৪) **নতুন উপাদান ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে নতুন নতুন উপাদান উদ্ভাবন করে তাদের মধ্যে সুসমন্বয় এনে উপাদানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হয়।

➢ (৫) **ব্যয়-সংকোচন ঃ** নতুন পণ্য উৎপাদনে বা পুরানো পণ্য নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

➢ (৬) **নিয়োগ বা কর্মসংস্থান ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে নতুন কর্মসৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকতে হবে।

➢ (৭) **সরবরাহের নতুন উৎস ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও অর্থ-সংস্থান বা মূলধনের নতুন উৎস উদ্ভাবন করতে হবে।

➢ (৮) **নতুন বাজার ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে নতুন ও পুরানো পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হয় এবং বাজার উন্নয়নের প্রচেষ্টা করতে হয়।

➢ (৯) **অর্থনৈতিক সুবিধা ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে পূর্বে অবহেলিত অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষেত্রগুলিকে ব্যবহার করে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাকে সরকারী আর্থিক নীতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করতে হয়।

➢ (১০) **পরিবেশ ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান, পারিবারিক কাঠামো ও পটভূমিকা, সমাজের নিয়ম-কানুন বা রীতি-নীতি, আচরণ, আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়।

➢ (১১) **সহযোগী পদ্ধতি ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নে উদ্যোক্তাকে আর্থিক সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, সরকার, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শদাতা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ও সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সহযোগিতা আদায় করতে হয়।

- উদ্যোক্তার সংজ্ঞা
- উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য
- উদ্যোক্তার কার্যাবলী
- উদ্যোক্তার গুণাবলী
- মন্তব্য ঃ উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ
- উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ বা প্রকারভেদ
- উদ্যোক্তার ভূমিকা বা উদ্যোক্তার গুরুত্ব
- উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের পার্থক্য

■ উদ্যোক্তার সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneur) ঃ

2010 ফরাসী শব্দ "আঁতের পেন্দর" বা "*Entreprendre*" থেকে ইংরাজী শব্দ আঁতের প্রেনিয়ার (Entrepreneur) কথাটি এসেছে যার অর্থ হল ঝুঁকি বহনকারী ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কর্তৃত্ব, উৎসাহ, উদ্দীপনা, দূরদৃষ্টি এবং ঝুঁকি-গ্রহণের ক্ষমতা আছে। যখন কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ-সংক্রান্ত কাজে নতুন কোন কিছুর প্রচলন করেন, সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহারে কৃতসংকল্প হন এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন কিছু স্থাপন করেন, তখন তাঁকে উদ্যোক্তা বলে।

● ✓ **জোসেফ স্যুমপিটার (*Joseph Schumpeter*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা বলতে বোঝায় এমন একজন উদ্ভাবনকারীকে যাঁর নতুন কিছু করার বা পুরানো জিনিসকে নতুনভাবে করার ক্ষমতা আছে।"

✓ **বি. সি. ট্যানডন (*B. C. Tandon*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা বলতে এমন একজন বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে কোন কারবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং যিনি পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি, পণ্যের নতুন প্রকৃতি, সংগঠন তৈরি, নতুন ব্যবস্থাপক নিয়োগ ও কারবার সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতির উৎস ও সুযোগ সন্ধান করেন।"

● ✓ **মার্ক ক্যাশন (*Mark Casson*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা হলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলির সমন্বয় করার বিষয়ে বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে।"

✓ **অ্যাডাম স্মিথ (*Adam Smith*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা বলতে বোঝায় এমন এক ব্যক্তিকে যিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং যাঁর পণ্য ও সেবার সুপ্ত চাহিদা নির্ধারণ করার মত ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতা আছে।"

✓ **কার্ল মেনজার (*Carl Menger*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা হলেন পরিবর্তনের রূপকার যিনি ভোক্তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য সম্পদকে পণ্য ও সেবায় রূপান্তর করেন এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।"

✓ **ম্যাক্স ওয়েবার (*Max Weber*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা হলেন অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চূড়ান্ত উৎস।"

✓ **ডেভিড হোল্ট (*David Holt*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন কোন উদ্যোগ সৃষ্টি করেন, গঠনমূলক পরিবর্তনের অনুসন্ধান করেন, অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন এবং অসাধারণ ফলাফল অর্জনে তাঁর কর্মশক্তির ব্যবহার করেন।"

✓ **ওয়েবস্টার অভিধান (*Webster Dictionary*)** অনুযায়ী "উদ্যোক্তা হলেন অর্থনৈতিক উদ্যোগের সংগঠক যিনি কোন কারবার সংগঠিত করেন, এর মালিকানা ভোগ করেন, ব্যবস্থাপনা করেন এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করেন।"

✓ **ডেভিড সিলভার (*David Silver*)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা এমন এক অনুপ্রাণিত ও একাগ্রতাসম্পন্ন মননশীল ব্যক্তি যাঁর বিশেষ ব্রত বা উদ্দেশ্য এবং স্বচ্ছ বা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং যিনি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পণ্য বা সেবা তৈরি করতে আগ্রহী।"

✓ **অ্যাবার্ট স্যাপেরো (*Abbert Shapero*)**-র মতে, "উদ্যোক্তা এমন এক ব্যক্তি যিনি অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপায় অনুসন্ধান করেন।"

সহজভাবে বলা যায় যে **উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন নতুন উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, মূল সিদ্ধান্তকারী হিসাবে তা পরিচালনা করেন এবং সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে ঝুঁকি বহন করেন।**

■ উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Entrepreneur) ঃ

মার্কিন বিশেষজ্ঞ **ডেভিড সিলভার (*David Silver*)** তাঁর ***Entrepreneurial Life*** (আঁতের প্রেনিয়েল লাইফ) গ্রন্থে উদ্যোক্তাকে একজন দৃঢ়মনা বা কৃতসংকল্প এবং উদ্যমশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উদ্যোক্তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য, স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি এবং জনজীবনের মান উন্নয়নের জন্য পণ্য ও সেবা সৃষ্টির মনোভাব বা ইচ্ছা থাকতে হবে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ **ভি. কে. আগরওয়ালা (*V. K. Agarwala*)** তাঁর ***Enterprise and Economic Choices in India*** গ্রন্থে উদ্যোক্তার যে চারটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল ঃ

(i) উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক উপকরণগুলিকে চিহ্নিত ও তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনুমান করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(ii) উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা ও সদিচ্ছা থাকতে হবে।

(iii) উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্য পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা, ক্ষমতা ও আগ্রহ থাকতে হবে। এবং

(iv) উদ্যোক্তার বর্তমানের লাভ বা পুরস্কারকে ভোগ না করে তা ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা ও আগ্রহ থাকতে হবে।

উদ্যোক্তার যে-সব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ

➢ ১। **স্বতন্ত্র চিন্তাধারা (Independent Thinking) ঃ** কোন উদ্যোগ স্থাপন ও তার ফলপ্রসূ পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারা থাকতে হবে। নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী তিনি নতুন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।

➢ ২। **সৃজনশীলতা (Creativity) ঃ** উদ্যোক্তার অবশ্যই নতুন কিছু সৃষ্টি করার মানসিক ক্ষমতা থাকতে হবে। তিনি যে-কোন বিষয়কে নতুন সৃষ্টিধর্মী আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করবেন। উদ্যোক্তা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা থেকে পণ্য ও সেবা বিক্রয় পর্যন্ত সব কাজের জন্য নতুন ধারণার বীজ বপন করেন এবং নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকরী করার প্রয়াস চালান।

➢ ৩। **উদ্ভাবক (Innovator) ঃ জোসেফ স্যুম্পিটার (*Joseph Schumpeter*)**-এর মতে উদ্যোক্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কোন কিছু উদ্ভাবন করা। উদ্যোক্তার পুরানো পণ্য বা সেবাকে নতুন পদ্ধতিতে ও নতুনভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সৃজনশীলতা হল উদ্যোক্তার মানসিক গুণ, আর উদ্ভাবন হল সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা। উদ্ভাবক হিসাবে উদ্যোক্তা একদিকে সৃজনশীল পরিকল্পনা এবং অন্যদিকে সৃষ্টিধর্মী চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

➢ ৪। **দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব (Skilful Personality) ঃ** উদ্যোক্তাকে অবশ্যই একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে যাতে তিনি অন্যকে নতুন কোন কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

➢ ৫। **সিদ্ধান্তগ্রহণকারী (Decision-maker) ঃ** উদ্যোক্তাকে বিচারমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসাবে সঠিক পরিকল্পনা, পণ্য ও সেবা উৎপাদন, ঝুঁকি-গ্রহণ, পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

➢ ৬। **ব্যবস্থাপক (Manager) ঃ** পরিকল্পনা রচনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশদান, অনুপ্রাণিতকরণ, সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হয় বলে উদ্যোক্তা একজন ব্যবস্থাপক। উদ্যোক্তা নতুন সংগঠন স্থাপন করেন এবং তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কাজ সম্পাদন করতে হয়।

➢ ৭। **গতিশীল নেতা (Dynamic Leader) ঃ** উদ্যোক্তাকে সঠিক ও গতিশীল নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগের কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হয়। তিনি কর্মীদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি পূরণ করে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেন।

➢ ৮। **মালিক (Proprietor) ঃ** উদ্যোক্তা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদন করেন অথবা প্রচলিত পণ্য বা সেবা নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন। নতুন উদ্যোগের মালিকানা উদ্যোক্তার হাতে থাকে। তাঁকেই নতুন প্রতিষ্ঠানটিতে মূলধনের যোগান দিতে হয়। মূলধন সংগ্রহের দায়ও উদ্যোগের মালিক হিসাবে তাঁকে বহন করতে হয়।

➢ ৯। **ঝুঁকি বাহক (Risk Taker) ঃ** নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, মূলধন সংগ্রহ করা, পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা ইত্যাদি সবরকম ঝুঁকি উদ্যোক্তাকে বহন করতে হয়। তিনি উৎপাদন-সংক্রান্ত ঝুঁকি, সময়ের ঝুঁকি, বাজার-সংক্রান্ত ঝুঁকি, বিনিয়োগ-সংক্রান্ত ঝুঁকি ইত্যাদি নিজেই বহন করেন। বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপকরণ বা সম্পদ ব্যবহারের সমগ্র ঝুঁকি উদ্যোক্তাকে সাফল্যের সঙ্গে বহন করতে হয়।

➢ ১০। **পরিকল্পনা প্রণয়নকারী (Plan-maker) ঃ** উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কারবার চালাবার জন্য মৌলিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। কারবার সম্প্রসারণের জন্য তিনি নতুন পরিকল্পনা রচনা করেন। উদ্যোক্তা পরিমাণগতভাবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করেন, কর্মনীতি নির্ধারণ করেন, কার্যসূচী, কর্মপদ্ধতি ও সময়সূচী প্রস্তুত করেন। এর ফলে কারবার পরিচালনায় নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হয়।

➢ ১১। **সুযোগ-সন্ধানী (Explorer of Opportunities) ঃ** উদ্যোক্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সুযোগের অন্বেষণ করা এবং প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। তিনি অবশ্যই একজন দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন কৌশলী ও সুযোগ-সন্ধানী চিন্তাবিদ্ হবেন। **পিটার এফ. ড্রাকার (*Peter. F. Drucker*)**-এর মতে উদ্যোক্তাকে সম্পদ সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া উদ্যোক্তাকে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

➢ ১২। **দূরদর্শিতা (Foresightedness) ঃ** উদ্যোক্তাকে অবশ্যই একজন কুশলী দূরদর্শী হতে হবে। কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে, ভবিষ্যতে বাজারের গতি-প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, কারবারের ভবিষ্যৎ লাভজনকতা কেমন হতে পারে, কারবারটি ভবিষ্যতে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। ঘটনাপ্রবাহের সঠিক বিশ্লেষণের জন্য প্রত্যেক উদ্যোক্তারই গভীর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

➢ ১৩। **উচ্চাকাঙ্ক্ষী (Ambitious) ঃ** উদ্যোক্তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। তাঁর উদ্যম ও লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাঁকে অদম্য উৎসাহ, কর্মদক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। তিনি শূন্য থেকে তাঁর উদ্যম আরম্ভ করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছবার জন্য বাস্তবধর্মী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

➢ **১৪। বাস্তবধর্মী কর্মী (Practical Doer) ঃ** উদ্যম, কর্মদক্ষতা, ধৈর্য ও সাহস প্রদর্শন করে উদ্যোক্তা নিজে একজন হাতে-কলমের কর্মী হিসাবে তাঁর গৃহীত উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করেন। **কার্ল ভেসপার (*Karl Vesper*)** তাঁর **নিউ ভেনচার স্ট্র্যাটেজীস্** (New Venture Strategies) গ্রন্থে উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাকে চালক ও গঠনমূলক পরিবর্তনকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

➢ **১৫। সম্পদ সৃষ্টিকারী (Wealth Creator) ঃ** প্রাপ্ত অর্থনৈতিক উপকরণগুলি ব্যবহার করে উদ্যোক্তা নিজের ও সমাজের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। নতুন উদ্যোগ পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি করে। বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্য অর্থনৈতিক উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

➢ **১৬। আর্থিক উন্নয়নের পথিকৃৎ (Pioneer of Economic Development) ঃ** মালিকের ভূমিকায়, নিয়োগকর্তার ভূমিকায়, উৎপাদকের ভূমিকায়, সমন্বয়কারী হিসাবে, পণ্যের বাজার সৃষ্টিকারী হিসাবে, গঠনমূলক বা বিচারমূলক সিদ্ধান্তকারী হিসাবে, ঝুঁকিবহনকারী হিসাবে, তথ্য ও সংবাদের ব্যবহারকারী হিসাবে, সৃজনকারীর ও উদ্ভাবকের ভূমিকায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ হিসাবে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

➢ **১৭। সমন্বয়কারী (Co-ordinator) ঃ** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগিতা সৃষ্টি করেন। ঝুঁকি-গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপকরণগুলির মধ্যে সংযোজন এনে লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হন এবং বিভিন্ন বাজার, ক্রেতা ও যোগানদারের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

➢ **১৮। শূন্যস্থান পূরণকারী (Gap Filler) ঃ** উদ্যোক্তা অভাব বা চাহিদা এবং পণ্য ও সেবার যোগানের মধ্যে যে ফারাক বা শূন্যতা থাকে তা পূরণ করেন। বিভিন্ন সম্পদের সদ্ব্যবহার করে তিনি নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করেন।

➢ **১৯। কাণ্ডারী (Captain) ঃ** উদ্যোক্তা কাণ্ডারী হিসাবে নতুন প্রতিষ্ঠান পত্তন ও পরিচালনা করেন। তাঁকে কল্পনাশক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার মত সাহস ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়।

➢ **২০। প্রকৃতি (Nature) ঃ** উদ্যোক্তা কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি হতে পারেন।

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের চিত্রলিপি

■ উদ্যোক্তার কার্যাবলী (Functions of Entrepreneur) ঃ

2010

উদ্যোক্তা হলেন **উদ্ভাবনকারী প্রবর্তক**। সৃষ্টিধর্মী চিন্তাভাবনা ও গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে, নতুন উদ্যোগ স্থাপন, পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে জনজীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন, প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা, সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বিচারমূলক

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের প্রয়োগ এবং সফল নেতৃত্বদানের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হিসাবে স্বীকৃত। উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তি, সংগঠন, বাজার ও বিপণন গবেষণা, নিয়োগ, সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও সংযোজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

উদ্যোক্তার কার্যাবলী বিশ্লেষণে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

✓ **জোসেফ স্যুম্পিটার (*Joseph Schumpeter*)**-এর মতে, উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান কাজ হল ঃ (i) নতুন পণ্য উদ্ভাবন করা, (ii) উৎপাদনের নতুন কৌশল আবিষ্কার করা, (iii) নতুন বাজার উদ্ভাবন করা, (iv) অর্থনৈতিক উপকরণের নতুন উৎস অনুসন্ধান করা এবং (v) শিল্প পুনর্গঠনের পন্থা উদ্ভাবন করা।

✓ **অধ্যাপক হারভে লিবেনস্টেইন (*Prof. Harvey Leibenstein*)**-এর মতে, উদ্যোক্তার মূল কাজগুলি হল ঃ (i) অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান করা ও তা চিহ্নিত করা, (ii) প্রাপ্ত সুযোগের মূল্যায়ন করা, (iii) নতুন নতুন অর্থনৈতিক সংবাদ ও তথ্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা, (iv) নতুন সংবাদ ও তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে নতুন পণ্য, উৎপাদন কৌশল ও নতুন বাজার আবিষ্কার করা, (v) আর্থিক সম্পদের বিন্যাস ও সদ্ব্যবহার করা, (vi) সময়ভিত্তিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টা করা, (vii) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করা, (viii) অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন করা, (ix) কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের অনুপ্রাণিত করা এবং (x) কর্মীদের উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদান করা।

✓ **জে. এম. ক্লার্ক (*J. M. Clark*)**-এর মতে, উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান কাজ হল ঃ (i) পণ্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, (ii) পণ্য উৎপাদনের কারিগরী পদ্ধতি ও মানবিক দিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, (iii) নতুন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, (iv) উৎপাদনক্ষম কার্যাবলী স্থির করা এবং (v) উৎপাদনক্ষম শক্তিসমূহকে বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের মধ্যে বণ্টন করা।

✓ **আর্থার কোলে (*Arthur Cole*)**-এর মতে, উদ্যোক্তার মূল কাজগুলি হল ঃ (i) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, (ii) প্রতিষ্ঠানে সুঠাম সংগঠন গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, (iii) কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপন করা, (iv) মূলধন সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা, (v) কারিগরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ও তাদের উপযুক্ত ব্যবহার করা, (vi) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার উন্নয়ন করা, (vii) সরকারী কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও সমাজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

✓ **এইচ. এইচ. পাঠক (*H. H. Pathak*)**-এর মতে, উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান কাজ হল ঃ (i) উদ্ভাবনকে ভিত্তি করে সুযোগের উপলব্ধি করা, (ii) উদ্ভাবনকে বাস্তবায়িত করার জন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা এবং (iii) প্রতিষ্ঠানকে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোক্তার কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা নিচে করা হল ঃ

➢ **১। সুযোগ অন্বেষণের কাজ (Function relating to Searching for Opportunities) ঃ** ব্যবসায়িক সুযোগের অনুসন্ধান করা এবং বিকল্প সুযোগগুলির মধ্যে কোন্ সুযোগটি কাজে লাগানো হবে তার বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উদ্যোক্তার মূল কাজ। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় উদ্যোক্তাকে যে যে বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল ঃ

(i) মানুষের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন, (ii) দেশের প্রচলিত আর্থিক নীতি, (iii) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, (iv) পরিবেশগত পরিস্থিতি ইত্যাদি।

➢ **২। প্রাপ্ত সুযোগের মূল্যায়ন ও চিহ্নিতকরণের কাজ (Function relating to Evaluation and Identification of Available Opportunity) ঃ** সুযোগ অনুসন্ধান করার পর উদ্যোক্তাকে সুযোগের যথাযথ মূল্যায়ন চিহ্নিতকরণ করতে হয়। সুযোগের মূল্যায়ন ও চিহ্নিতকরণ যে-সব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেগুলি হল ঃ

(i) দূরদর্শিতা, (ii) কল্পনাশক্তি, (iii) বিশেষ ধরনের অনুভূতি, (iv) বিচার-বিচক্ষণতা, (v) উদ্ভাবনী ক্ষমতা, (vi) সুযোগটি কাজে লাগিয়ে যে নতুন পণ্য উৎপাদন করা হবে তার গুণমান, স্থায়িত্ব (durability) ও দাম কি হবে ইত্যাদি।

➢ **৩। বাজার সমীক্ষার কাজ (Function relating to Market Survey) ঃ** উদ্যোক্তাকে নিজে অথবা পেশাদারী সমীক্ষকের মাধ্যমে বিস্তারিত বাজার সমীক্ষা করতে হয়। বাজার সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল ঃ

(i) বাজারের প্রকৃতি, (ii) বাজারের আয়তন, (iii) বাজারের স্থান, (iv) ক্রেতার প্রকৃতি ও আচরণ, (v) ক্রেতার আয়, (vi) বাজারের ওপর সমজাতীয় পণ্যের প্রভাব, (vii) প্রতিযোগীদের পণ্যের দাম ও সহজলভ্যতা, (viii) মোড়কজাতকরণের (packaging) প্রভাব, (ix) প্রতিযোগিতার তীব্রতা ইত্যাদি।

➢ **৪। মালিকানা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ (Function relating to Decision on Ownership) ঃ** নতুন প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে উদ্যোক্তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি একমালিকী এবং যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারী বা প্রাইভেট কোম্পানী বা পাবলিক কোম্পানী বা সমবায় সমিতি হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। যাই হোক না কেন, উদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠানটির সঠিক সাংগঠনিক রূপ স্থির করতে হয়।

➢ **৫। প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের কাজ (Function relating to Project Report) ঃ** প্রকল্প প্রতিবেদনকে পরিকল্পনার বিবরণী বা সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন (feasibility report) বলে। উদ্যোক্তা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে নিজে অথবা পেশাদারী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রকল্প প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল ঃ

(i) উদ্যোগটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, (ii) পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তিগত তথ্য, (iii) পণ্যের বাজার সম্ভাবনা, (iv) সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা ও প্রকৃতি, (v) প্রতিযোগিতার মাত্রা বা তীব্রতা, (vi) কাঁচামাল, শ্রম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণগুলির সহজ লভ্যতা, (vii) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপক পাবার সম্ভাবনা, (viii) মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ও মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা, (ix) প্রত্যাশিত আয়-ব্যয় ও লাভজনকতা ইত্যাদি।

➢ **৬। উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কাজ (Function relating to Selection of the Site) ঃ** কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হবে তা ঠিক করা উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ। স্থান নির্বাচনে উদ্যোক্তাকে যে-সব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল ঃ

(i) পরিকাঠামোগত সুযোগ, (ii) বাজারের নৈকট্য, (iii) কাঁচামাল, শ্রমিক ও মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা, (iv) প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের আনুকূল্য, (v) সরকারী মনোভাব ও উৎসাহ, (vi) সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

➢ **৭। নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন-সংক্রান্ত কাজ (Function relating to the Establishment of the New Enterprise) ঃ** এইচ. এইচ. পাঠক (*H. H. Pathak*)-এর মতে উদ্যোক্তা হলেন একজন উদ্ভাবনকারী প্রবর্তক। তাঁকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আইনগত বিধিনিষেধ মেনে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে হয়।

➢ **৮। মূলধন সংগ্রহের কাজ (Function relating to Raising of Capital) ঃ** ব্যক্তিগত বা নিজস্ব মূলধনে না কুলোলে উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়। ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থা থেকে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করা যেতে পারে। উদ্যোক্তা যদি কারবারটিকে অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী কোম্পানী হিসাবে স্থাপন করতে চান, তবে অংশীদারগণ বা শেয়ার হোল্ডারগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

➢ **৯। উপকরণ বা সম্পদ সংগ্রহের কাজ (Function relating to Arrangement for Inputs or Resources) ঃ** উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, যেমন উন্নত গুণমানসম্পন্ন কাঁচামাল, শ্রম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভৌত বা বস্তুগত উপকরণ বা সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। উপকরণ সংগ্রহের সময় তিনি যে যে বিষয় বিবেচনা করেন, সেগুলি হল ঃ

(i) উপকরণের প্রয়োজনীয়তা, (ii) উপকরণের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব, (iii) উপকরণগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, (iv) উপকরণগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, (v) প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, (vi) উপকরণগুলির দাম ইত্যাদি।

➢ **১০। কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগের কাজ (Function relating to Selection and Appointment of Personnel) ঃ** বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্যোক্তা কর্মী আবেশন, নির্বাচন ও নিয়োগ করেন।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, কর্মীনিয়োগ সংস্থা, পরামর্শদাতা সংস্থা ইত্যাদি উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা (tests) করে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যায়নের পর উদ্যোক্তা উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নির্বাচন ও নিয়োগ করেন।

➢ **১১। শ্রম বিভাজনের কাজ (Function relating to Division of Work) :** কর্মীদের মধ্যে কাজের বৈজ্ঞানিক বিভাজন করাও উদ্যোক্তার কাজ। শ্রম বিভাজনে উদ্যোক্তাকে যে-সব বিষয় বিবেচনা করতে হয়, সেগুলি হল :

(i) কর্মীর যোগ্যতা, (ii) কর্মীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, (iii) বিশেষায়ণের সুবিধা, (iv) কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি।

➢ **১২। উৎপাদন-সংক্রান্ত কাজ (Function relating to Production) :** উদ্যোক্তাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হয়। এই কাজে তাঁকে মানবিক ও বস্তুগত উপাদানগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় বিধান করতে হয় এবং বিভিন্ন উপকরণগুলির ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করতে হয়।

➢ **১৩। বিপণনের কাজ (Function relating to Marketing) :** বিপণন পরিকল্পনা (marketing plan) ও বিপণন কৌশল (marketing strategy) প্রস্তুত করে উদ্যোক্তাকে পণ্য বিপণনের কাজ করতে হয়। বিপণনের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি হল :

(i) পণ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপন করা ;
(ii) সম্ভাব্য ক্রেতার মনে পণ্য ক্রয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা ;
(iii) সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতা বা খরিদ্দারে পরিণত করা ;
(iv) ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করা ;
(v) বাজার ও বিপণন গবেষণা করা ;
(vi) বিক্রয় সম্প্রসারণের জন্য ভবিষ্যৎ বাজার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

➢ **১৪। পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যকরণ ও আধুনিকীকরণের কাজ (Function relating to Diversification and Modernisation of Product) :** ক্রেতার পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ, নতুন বাজার সৃষ্টি ও পণ্য এবং সেবাকে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাকে পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হয় এবং আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির অবিরাম প্রয়াস চালাতে হয়।

➢ **১৫। নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বদানের কাজ (Function relating to Control and Leadership) :** সৃজনশীল পরিকল্পনা করা, নতুন সংগঠন গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠানটির সার্থক পরিচালনা করা, মানবিক ও অ-মানবিক উপকরণগুলির সমন্বয়বিধান করা, উদ্যোগের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ইত্যাদি প্রত্যেক স্তরের কাজকর্মের ওপর উদ্যোক্তাকে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে হয়। তাছাড়া কর্মীদের মনে অনুপ্রেরণা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির জন্য তাঁকে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদানও করতে হয়। নেতার ভূমিকায় উদ্যোক্তা কর্মীদের মনে প্রতিষ্ঠানগত মানসিকতা (institutional attitude) ও উদ্যম সৃষ্টি করেন।

➢ **১৬। সামাজিক সংস্কারের কাজ (Function relating to Social Reforms) :** উদ্যোক্তা সামাজিক সংস্কারকের কাজ করেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করেন এবং নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রচলিত পণ্য ও সেবার পরিবর্তে নতুন পণ্য ও সেবার প্রবর্তন করেন। এতে জনগণের মানসিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন সম্ভব হয়।

➢ **১৭। ঝুঁকি বহনের কাজ (Function relating to Risk-taking) :** যে-কোন উদ্যোগগ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রখ্যাত কারবারী প্রবাদ বাক্যটি প্রযোজ্য "No risk no gain"—অর্থাৎ ঝুঁকিগ্রহণ ছাড়া কোন উদ্যোগগ্রহণই সম্ভব নয়। নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন করা, বাজারে পণ্য বিক্রয় করা এবং দেনাদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তাকে যথেষ্ট ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। ঝুঁকি গ্রহণ হল উদ্যোক্তার দৈনন্দিন কাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

➢ **১৮। সম্পদ বণ্টনের কাজ (Function relating to Allocation of Resources) :** প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে একদিকে যেমন তুলনামূলক সস্তা দামে বিভিন্ন সুবিধাজনক উৎস থেকে জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়, অন্যদিকে তেমনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সমস্ত সম্পদগুলি উপযুক্ত বণ্টন ও ব্যবহারের

প্রচেষ্টা করতে হয়। প্রাপ্য সম্পদগুলি যাতে আর্থিক দিক থেকে যথাযথভাবে বিনিয়োজিত হয়, উদ্যোক্তাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

➢ **১৯। ব্যবস্থাপকের কাজ (Function as a Manager) ঃ** ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তার কাজ হল পরিকল্পনা করা, সংগঠন করা, নির্দেশদান করা, অনুপ্রাণিত করা, সংযোজন করা, জ্ঞাতকরণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপাদন ও বিক্রয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং বস্তু সম্পদ ও মানবিক সম্পদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

➢ **২০। উদ্ভাবনকারী হিসাবে কাজ (Function as an Innovator) ঃ জোসেফ স্যুম্পিটার** (***Joseph Scumpeter***)-এর মতে, "উদ্যোক্তাকে অবশ্যই একজন উদ্ভাবনকারী হতে হবে। তিনি অর্থনীতিতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেন।" প্রতিযোগিতার বাজারে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাকে বাতিল করে উদ্যোক্তা তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে নতুন ধারণার প্রয়োগ করেন। উদ্যোক্তাকে সৃষ্টিকারী হিসাবে দুঃসাহসী হতে হবে যাতে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন। উদ্ভাবনকারী হিসাবে তিনি নতুন পণ্য, সেবা পদ্ধতি, উৎপাদন কৌশল, প্রযুক্তি, বাজার ইত্যাদি উদ্ভাবন করেন।

➢ **২১। অনুপ্রেরণাকারীর কাজ (Function as Motivator) ঃ** সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে উদ্যোক্তা যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন কারবারের মানবিক শক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টার। এই কারণে উদ্যোক্তাকে শ্রমিক-কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকদের কাজে অনুপ্রাণিত করতে হয়। অনুপ্রেরক হিসাবে উদ্যোক্তা কর্মীদের কর্মপ্রেরণা জাগিয়ে তোলেন এবং প্রতিষ্ঠানে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেন।

এছাড়া উদ্যোক্তাকে অনুমানকারী হিসাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্বাভাষ করতে হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সুসম্পর্ক স্থাপন করেন।

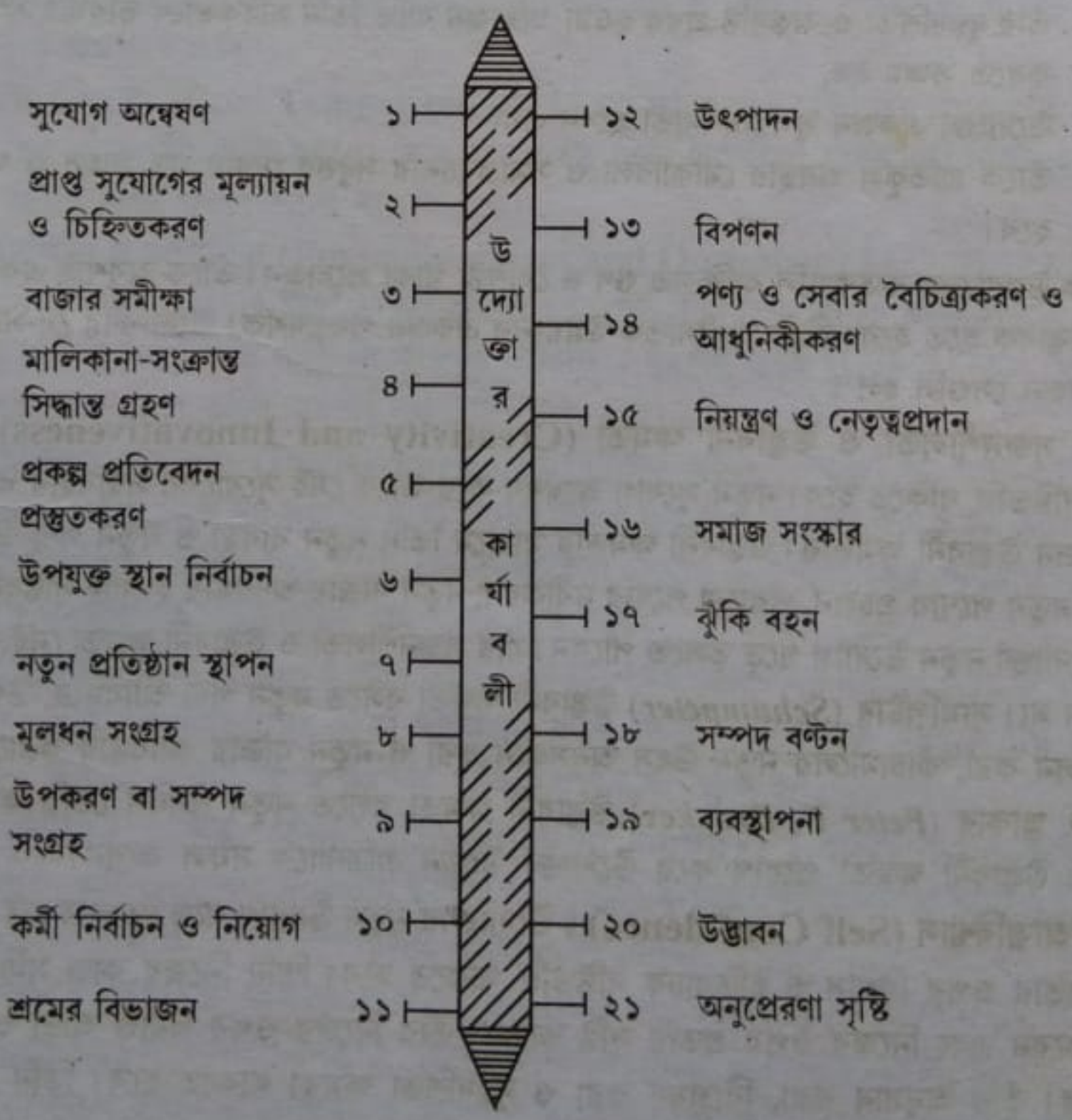

উদ্যোক্তার কার্যাবলীর চিত্রলিপি

■ উদ্যোক্তার গুণাবলী (Qualities of Entrepreneur) ঃ

✓ মার্ক ক্যাশন (*Mark Casson*)-এর মতে, উদ্যোক্তার যে-সব ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ

(i) বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা,
(ii) দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষমতা এবং
(iii) কর্মসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা।

✓ জন হোমাডে (*John Homaday*)-র মতে, উদ্যোক্তার গুণাবলী হল ঃ

(i) উদ্যোক্তাকে আত্মবিশ্বাসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে,
(ii) তিনি পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি হবেন,
(iii) উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষম হবেন,
(iv) তাঁকে পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে এবং তাঁর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে,
(v) তিনি বাজার-সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন,
(vi) তাঁর অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা থাকতে হবে,
(vii) বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন,
(viii) উদ্যোক্তাকে অবশ্যই একজন স্বাধীনচেতা উন্মুক্ত মনের মানুষ হতে হবে,
(ix) তিনি উৎসাহী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি হবেন,
(x) তাঁর গতিশীল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকতে হবে,
(xi) তিনি অবশ্যই একজন উদ্যমী ব্যক্তি হবেন,
(xii) তাঁর সৃজনশীলতা থাকতে হবে,
(xiii) তিনি অবশ্যই সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদ সংরক্ষণে পারদর্শী ব্যক্তি হবেন,
(xiv) তাঁর দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হওয়া প্রয়োজন যাতে তিনি সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সক্ষম হন,
(xv) উদ্যোক্তা একজন সুপরামর্শদাতা হবেন এবং
(xvi) তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা ও সমালোচনার সদুত্তর দেবার মত সাহস ও ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রত্যেক উদ্যোক্তার কতকগুলি ব্যক্তিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। তাঁকে অবশ্যই একজন সৃজনশীল ব্যক্তি ও উদ্ভাবক হতে হবে। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একজন পথপ্রদর্শক। উদ্যোক্তার যে-সব সাধারণ গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ

➢ ১। **সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা (Creativity and Innovativeness) ঃ** উদ্যোক্তার সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। নতুন সুযোগ অন্বেষণ করে তাঁকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন উদ্ভাবনী ক্ষমতার। উদ্ভাবনী ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি নতুন ব্যবস্থা ও নতুন পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হন। নতুন পণ্যের প্রচলন, পুরানো পণ্যের নবীকরণ, নতুন বাজার আবিষ্কার ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী মানসিকতার সাহায্যে উদ্যোক্তা নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন। যাঁর সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা নেই, তিনি উদ্যোক্তা হতে পারেন না। **স্যুম্পিটার** (*Schumpeter*) উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলতে নতুন পণ্য আবিষ্কার, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রচলন করা, কাঁচামালের নতুন উৎস অনুসন্ধান করা ও নতুন বাজার আবিষ্কার করাকে বুঝিয়েছেন। **পিটার এফ. ড্রাকার** (*Peter F. Drucker*) উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলতে নতুন জিনিস তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সফল করেন।

➢ ২। **আত্মবিশ্বাস (Self Confidence) ঃ** উদ্যোক্তার নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার মত দৃঢ় মানসিকতা, নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। তিনি নিজের কাজ সমীক্ষা করে আত্ম-সংশোধন করেন এবং নিজের ওপর প্রত্যয় সৃষ্টি করেন। তাঁর নিজের ওপর পর্যাপ্ত আস্থা ও মানসিক শক্তি থাকতে হবে। তাঁর অনুমান করা, বিশ্লেষণ করা ও দূরদর্শিতা ক্ষমতা থাকতে হবে। তিনি একজন সজাগ, ধৈর্যশীল, আত্ম-সচেতন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন।

➢ ৩। **অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক আগ্রহ (Perseverance and Persistence) :** উদ্যোক্তাকে অধ্যবসায়ী ও অদম্য আগ্রহী হতে হয়। কোন কাজে তিনি হতাশ হবেন না। তাছাড়া মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সংকল্পবদ্ধ হবেন।

➢ ৪। **দক্ষতা (Skill) :** একজন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হয়। তাঁর যে-সব দক্ষতা থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল :

(i) সাংগঠনিক দক্ষতা, (ii) উপলব্ধি, অধ্যবসায় ও গ্রহণযোগ্যতা-সংক্রান্ত দক্ষতা, (iii) ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা, (iv) অনুসন্ধান বা অন্বেষণ করার দক্ষতা, (v) জ্ঞাতকরণের দক্ষতা (communication skill), (vi) হিসাব-সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা, (vii) ভারার্পণের (delegation) দক্ষতা, ইত্যাদি।

➢ ৫। **সামগ্রিক জ্ঞান (All-round Knowledge) :** উদ্যোক্তার সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁকে যে-সব জ্ঞানের অধিকারী হতে হয় সেগুলি হল :

(i) শিক্ষাগত জ্ঞান, (ii) প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান, (iii) আইন-সংক্রান্ত জ্ঞান, (iv) রাজনৈতিক জ্ঞান, (v) সাংস্কৃতিক জ্ঞান, (vi) বাজার অর্থনীতির জ্ঞান, (vii) উৎপাদন, বিপণন, কর্মীসম্পর্ক, পণ্য ক্রয়, হিসাব-রক্ষণ, আয়কর ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান।

➢ ৬। **নেতৃত্বদানের ক্ষমতা (Leadership Ability) :** উদ্যোক্তাকে গতিশীল নেতৃত্বদানের মাধ্যমে কর্মীদের কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তিনি কর্মীদের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলি সহানুভূতি সহকারে বুঝে উদ্যোক্তা কর্মীদের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ নির্দেশকের কাজ করেন। নেতৃত্বদানের মাধ্যমেই তিনি কর্মীদের কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করেন। নেতৃত্বদানের জন্য যে-সব চারিত্রিক গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল :

(i) বিচারশক্তি, (ii) দায়িত্ববোধ, (iii) বুদ্ধিমত্তা, (iv) শারীরিক ও মানসিক শক্তি, (v) পরিচালন ক্ষমতা, (vi) উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

➢ ৭। **শান্ত মেজাজ (Cool Temperament) :** উদ্যোক্তাকে শান্ত মেজাজের লোক হতে হবে। তিনি অবশ্যই ধীর, স্থির ও সংযমী ব্যক্তি হবেন। কোন অবস্থাতেই তিনি উত্তেজিত হবেন না। নিয়ন্ত্রিত আচরণের মাধ্যমে তাঁকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে।

➢ ৮। **দূরদর্শিতা ও আশাবাদ (Foresightedness and Optimism) :** উদ্যোক্তাকে সুযোগ সন্ধান করে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। তাই ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটনার গতি-প্রকৃতি কি রকম হতে পারে সে সম্পর্কে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি প্রখর হতে হবে। তিনি কোন সময়েই নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁকে অবশ্যই আশাবাদী হতে হবে।

➢ ৯। **বিচারক্ষমতাসম্পন্ন (Decisiveness) :** উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল বিচার ও সংকল্প গ্রহণ করার ক্ষমতা। উদ্যোক্তাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁকে বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তের পরিমার্জনের ব্যবস্থাও করতে হয়। তাই উদ্যোক্তাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে।

➢ ১০। **আত্মমর্যাদাবোধ (Ego) :** কোন উদ্যোগ পরিবেশগত উপাদানের প্রভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তাই উদ্যোক্তার প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ থাকা প্রয়োজন যাতে তিনি পরিবেশগত বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থাগুলি নিজস্ব সত্তা ও ভাবমূর্তির আত্মশ্লাঘায় প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন।

➢ ১১। **মূল্যায়ন করার ক্ষমতা (Evaluation Ability) :** সুযোগ-সুবিধা, বাজার, চাহিদা, প্রতিযোগিতার মাত্রা, কর্মী ও ক্রেতার মনোভাব ইত্যাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাছাড়া তিনি নিজের কাজের ভাল ও খারাপ দিকগুলিও মূল্যায়ন করবেন।

➢ ১২। **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (Decision-making Ability) :** উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিক দৃঢ়তা উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ।

➢ ১৩। **পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দ্রুত শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা (Observation Power and Quick Learning Capacity) :** পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং

ঘটনাপ্রবাহ সমীক্ষা করে তার থেকে দ্রুত শিক্ষালাভ করা উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ। এর ফলে উদ্যোক্তা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর গৃহীত নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারেন।

➢ ১৪। **মনস্তত্ত্বের জ্ঞান (Knowledge of Psychology) ঃ** উদ্যোক্তাকে একজন ভাল মনস্তত্ত্ববিদ্ হতে হয় যাতে তিনি কর্মীদের মনোভাব, চাহিদা ও কাজে অনিচ্ছার কারণ সহজে বুঝতে পারেন।

➢ ১৫। **উত্তম আচরণ (Good Behaviour) ঃ** উদ্যোক্তাকে অবশ্যই একজন সৎ ও উত্তম আচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি কর্মীদের মন জয় করতে পারেন এবং তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া উত্তম আচরণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বিনিয়োগকারী, ক্রেতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে নতুন উদ্যোগটির সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।

➢ ১৬। **উদ্যম (Initiative) ঃ** উদ্যোক্তা অবশ্যই একজন উদ্যমী ব্যক্তি হবেন। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা উদ্যোগগ্রহণে সাহায্য করে এবং কর্মীদের মধ্যে কর্মউদ্যোগ জাগ্রত করে।

➢ ১৭। **স্বাধীন মনোভাব (Independent Attitude) ঃ** স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করে স্বাধীনভাবে নিজে কিছু করার মনোভাব থাকলে তবেই উদ্যোক্তা হওয়া যায়। স্বাধীন মনোভাব কাজে আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় আনে।

➢ ১৮। **নমনীয়তা (Flexibility) ঃ** উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে উদ্যোগগ্রহণের কাজ করতে হয়। এসব বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধাগুলিকে মানিয়ে নেবার মত তাঁর মানসিকতা থাকতে হবে। তাছাড়া যদি দেখা যায় যে তাঁর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তেমন উপযোগী হচ্ছে না তবে তাঁকে সে সব সিদ্ধান্ত ও নীতির পুনর্গঠন করার মত মানসিক নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন। তাঁকে একদিকে যেমন মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে হয়, অন্যদিকে তেমনি নমনীয় মনোভাব পোষণ করতে হয়।

➢ ১৯। **ঝুঁকির সীমা বোঝা ও ঝুঁকিগ্রহণের ক্ষমতা (Capacity to understand the limit of Risk and Risk-taking) ঃ** কোন উদ্যোগগ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ কতটা তা বোঝার ক্ষমতা ও ঝুঁকিগ্রহণ বা ঝুঁকি বহন করার সাহস ও ক্ষমতা থাকা উদ্যোক্তার একটি আবশ্যকীয় গুণ।

➢ ২০। **প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহস (Courage to Compete) ঃ** উদ্যোক্তা মানসিক দিক্ থেকে প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে সাহসী হবেন। নতুন উদ্যোগগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁকে বাজারে প্রচলিত চালু পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। একারণে তাঁর প্রতিযোগিতার সাহস থাকতে হবে—প্রতিযোগিতাকে ভয় পেলে চলবে না।

➢ ২১। **সমালোচনার স্বীকৃতি (Acceptance of Criticisms) ঃ** যদিও উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ হল আত্মবিশ্বাস তথাপি তাঁকে খোলামনে সমালোচনাগুলি সমীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি সমালোচনাগুলি গঠনমূলক হয়, তবে উদ্যোক্তাকে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। এই আত্মসমীক্ষার গুণ না থাকলে উদ্যোক্তা হওয়া যায় না।

➢ ২২। **ত্যাগ স্বীকার (Sacrifice) ঃ** নতুন উদ্যোগগ্রহণে উদ্যোক্তাকে যথেষ্ট সময়, সম্পদ ও অর্থের ত্যাগ স্বীকার করার সদিচ্ছা থাকতে হবে। তাঁকে উদ্যোগগ্রহণের পর্যায়ে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে উদ্যোগ সৃষ্টি, সংগঠনের সমৃদ্ধি ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

➢ ২৩। **প্রকল্পের ওপর আস্থা (Confidence on the Project) ঃ** যে প্রকল্পটি উদ্যোক্তা হাতে নিয়েছেন সেটি সার্থক করার জন্য প্রকল্পের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। এতে তিনি বিনিয়োগকারী, পাওনাদার, কর্মী ও প্রকল্পের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের আস্থা অর্জনেও সক্ষম হবেন।

➢ ২৪। **বিপণনমুখিতা (Marketing-orientation) ঃ** উদ্যোক্তাকে বিপণন-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সুপরিচিত হতে হবে। তাঁর নতুন বাজারের অনুসন্ধান এবং ভোক্তার রুচি ও পছন্দ অনুধাবন করার মত ক্ষমতা থাকতে হবে। তিনি অবশ্যই একজন প্রতিভাবান বিপণন গবেষক হবেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে উদ্যোক্তার ঝুঁকিগ্রহণ ও উপলব্ধিকরণের ক্ষমতা, বিশ্লেষণমূলক মনোভাব, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, বিচার-বিচক্ষণতা, আত্মসচেতনতা, কল্পনাপ্রবণতা ও উত্তম সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা

প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, অধ্যবসায়, দূরদর্শিতা, গতিশীল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং নৈতিক মূল্যবোধের গুণও থাকতে হবে।

নিচের চিত্রলিপিতে একজন আদর্শ উদ্যোক্তার গুণাবলী দেখান হল ঃ

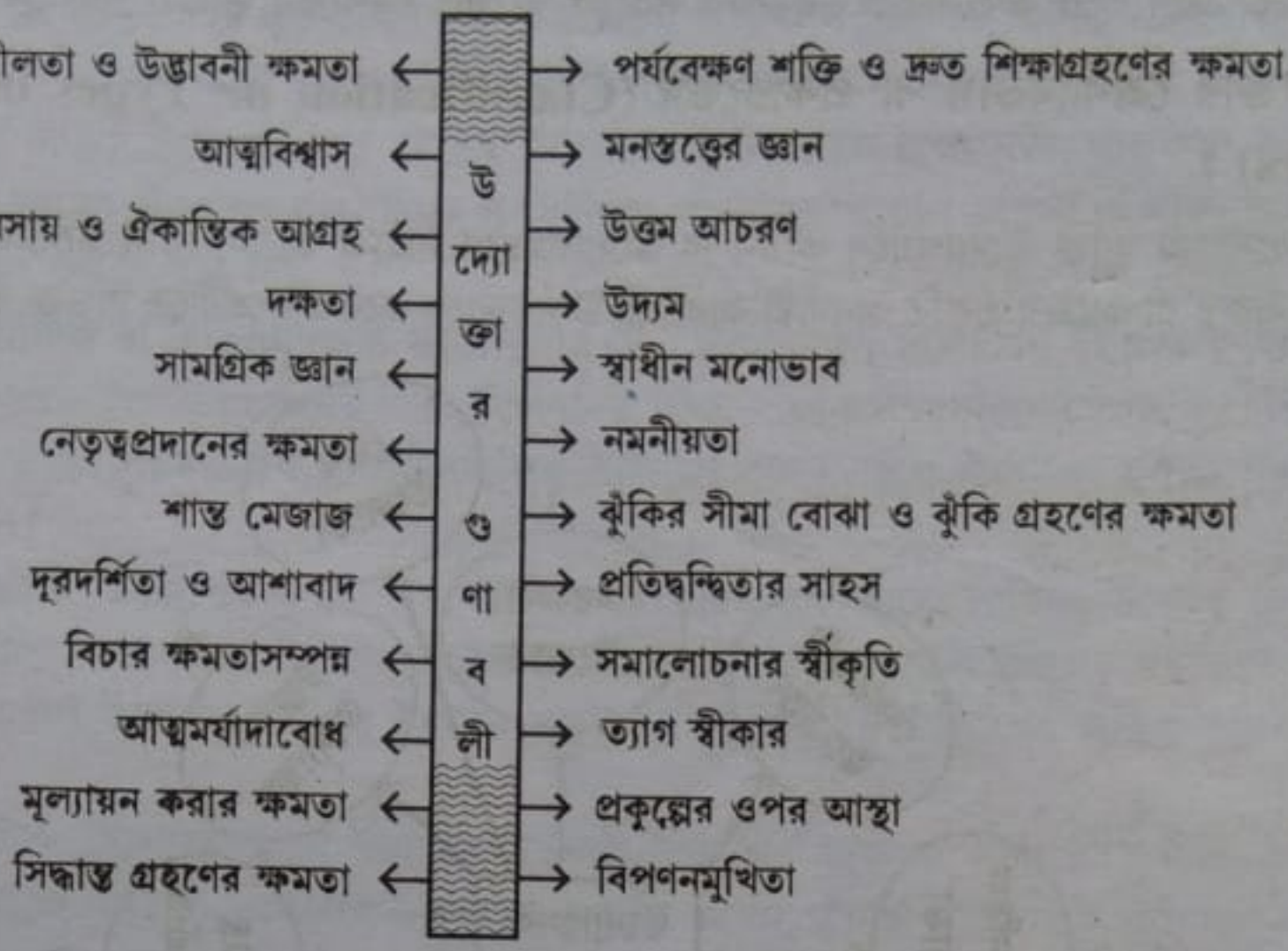

■ মন্তব্য (Comment) ঃ উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ (Entrepreneur is the pioneer of Economic Development) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেন। উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক সম্পদগুলি পুনর্বণ্টন করে সেইসব সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব করেন এবং নতুন পণ্য বা সেবা, নতুন উৎপাদন কৌশল, নতুন বাজার, শিল্পের নতুন পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ-প্রদর্শক বা পথিকৃৎ বলা হয় এই কারণে যে তিনি নতুন শিল্প বা নতুন উদ্যোগ, নতুন প্রযুক্তি, নতুন বাজার ইত্যাদি আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে অর্থনৈতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করেন।

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তত বেশি হয়, সেই দেশে যত বেশি উদ্যমী বা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা থাকে। কারণ উদ্যোক্তা সবসময় উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকেন। তিনি লভ্য অর্থনৈতিক সম্পদগুলির সুষ্ঠু পুনর্বণ্টন করেন, নতুন উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তির ব্যবহার করেন। উন্নতমানের পণ্য বা সেবা উৎপাদন করেন। উদ্যোক্তা উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য ব্যবহার করে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম ব্যয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে সক্ষম হন। তিনি পণ্য ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা করেন যাতে নতুন বাজার পাওয়া যায়। নতুন বাজার আবিষ্কার করে এবং বর্তমান বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তিনি নতুন দ্রব্য এবং পুরানো দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি পণ্যের বাজারের বিস্তারকরণ ঘটে।

নিয়োগ বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও উদ্যোক্তার অন্যতম ভূমিকা। নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদন করার জন্য নতুন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য যে নতুন কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, তা উৎপাদন করার জন্যও নতুন নিয়োগ দরকার হয়। আবার নতুন পণ্যের বিপণনের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সুতরাং উদ্যোক্তার কাজকর্মে নিয়োগ-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিস্তার ঘটে।

উদ্যোক্তা শিল্প-মনস্ক হন। কম ব্যয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি শিল্পোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নেন। উদ্যোগ উন্নয়ন ও মুনাফার সর্বাধিকীকরণেও উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক ভূমিকা অপরিসীম। উদ্যোগ উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

পণ্যের গুণগত মান বা উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উদ্যোক্তা জাতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ বা পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

■ উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ বা প্রকারভেদ (Classification or Types of Entrepreneurs) :

যে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্যোগগ্রহণ করেন বা উদ্যোগগ্রহণে সাহায্য করেন, তিনি উদ্যোক্তা বলে গণ্য হন। ভূমিকা বা গুরুত্ব বা কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কারবারী উদ্যোক্তাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

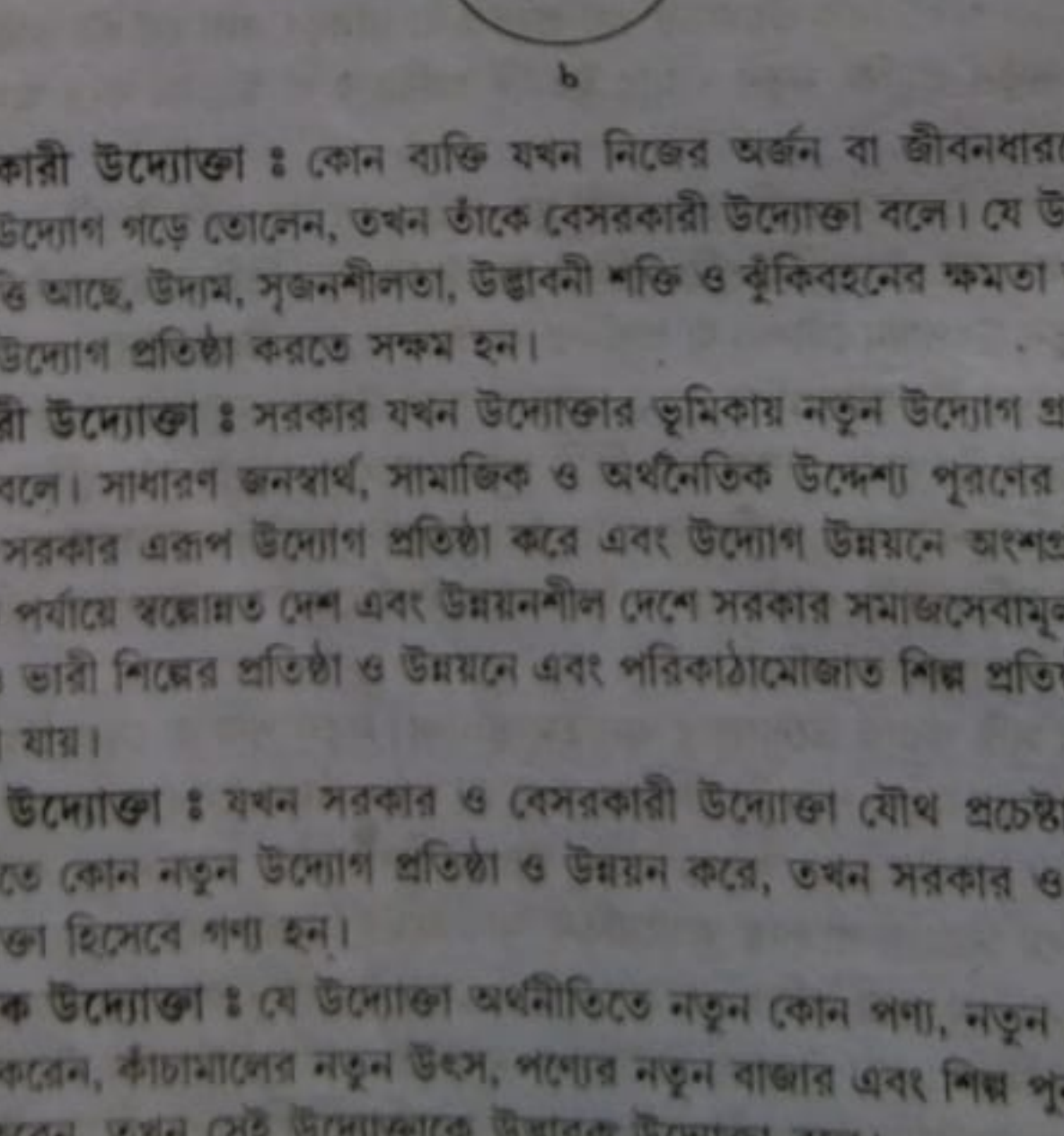

➢ ১। **বেসরকারী উদ্যোক্তা :** কোন ব্যক্তি যখন নিজের অর্জন বা জীবনধারণের জন্য স্ব-নিযুক্ত ও স্বাধীনভাবে কোন উদ্যোগ গড়ে তোলেন, তখন তাঁকে বেসরকারী উদ্যোক্তা বলে। যে উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, উদ্যম, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা আছে, তিনি বেসরকারী উদ্যোক্তা হিসেবে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

➢ ২। **সরকারী উদ্যোক্তা :** সরকার যখন উদ্যোক্তার ভূমিকায় নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন তাকে সরকারী উদ্যোগ বলে। সাধারণ জনস্বার্থ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের অভিলাষ নিয়ে নিজের কর্মচারীদের দিয়ে সরকার এরূপ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং উদ্যোগ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশে সরকার সমাজসেবামূলক উদ্যোগগ্রহণে আগ্রহী হন। আবার মূল ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে এবং পরিকাঠামোজাত শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নেও সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

➢ ৩। **যৌথ উদ্যোক্তা :** যখন সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তা যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ মূলধন ও যৌথ পরিচালনার ভিত্তিতে কোন নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করে, তখন সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যৌথ উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য হন।

➢ ৪। **উদ্ভাবক উদ্যোক্তা :** যে উদ্যোক্তা অর্থনীতিতে নতুন কোন পণ্য, নতুন কোন পদ্ধতি, কৌশল বা প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেন, কাঁচামালের নতুন উৎস, পণ্যের নতুন বাজার এবং শিল্প পুনর্গঠনের নতুন পদ্ধতি বা কৌশল উদ্ভাবন করেন, তখন সেই উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবক উদ্যোক্তা বলে।

➢ **৫। অনুকরণকারী উদ্যোক্তা ঃ** যে উদ্যোক্তা অন্য উদ্যোক্তার উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবা নিজের উদ্যোগে অপরের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুকরণ করে নিজে উৎপাদন করেন তাকে অনুকরণকারী উদ্যোক্তা বলে। এই ধরনের উদ্যোক্তার নিজস্ব কোন উদ্ভাবিত পণ্য, সেবা বা উৎপাদন কৌশল নেই।

➢ **৬। নিষ্ক্রিয় উদ্যোক্তা ঃ** যে উদ্যোক্তা নিজে কোন নতুন পণ্য বা নতুন সেবা বা নতুন উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেন না এবং অন্যের উদ্ভাবিত পণ্য, সেবা বা উৎপাদন কৌশল ও নিজের উদ্যোগে প্রবর্তন করেন না, সেই উদ্যোক্তাকে নিষ্ক্রিয় উদ্যোক্তা বলে। নিষ্ক্রিয় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য হল ঃ অলসতা, লাজুকতা, ধর্মভীরুতা ও রীতিবদ্ধতা। এই ধরনের উদ্যোক্তা প্রথামাফিক পূর্বসূরীদের পদ্ধতিতে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন এবং কোন ঝুঁকি বহন করতে চান না।

➢ **৭। নিয়মমাফিক বা রুটিনমাফিক উদ্যোক্তা ঃ** যে উদ্যোক্তা চালু উদ্যোগের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করেন এবং তা অনুসরণ করে উৎপাদনের কাজ, বিপণনের কাজ, বাজার সম্প্রসারণের কাজ ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন, তাঁকে নিয়মমাফিক বা রুটিনমাফিক উদ্যোক্তা বলে। এরূপ উদ্যোক্তা মূলতঃ সঞ্চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

➢ **৮। পরশ্রমজীবি উদ্যোক্তা ঃ** যে উদ্যোক্তা অন্যের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন, তাঁকে পরশ্রমজীবি উদ্যোক্তা বলে। এই ধরনের উদ্যোক্তা পুরানো প্রথাগত পদ্ধতিতে উদ্যোগ পরিচালনা করেন। এরূপ উদ্যোক্তা উদ্যোগ উন্নয়নে সচেষ্ট হন না, শুধুমাত্র উদ্যোগের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

➢ **৯। রাজনৈতিক উদ্যোক্তা ঃ** যে উদ্যোক্তা সরকারী বিভাগের কাজকর্ম নতুন রীতি-নীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন বা সরকারী নীতি ও কার্যক্রমে নতুনত্বের প্রবর্তন করেন, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্যোক্তা বলে।

■ উদ্যোক্তার ভূমিকা বা উদ্যোক্তার গুরুত্ব (Role of Entrepreneur or Importance of Entrepreneur) ঃ

উদ্যোক্তা একজন অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক সম্পদের নিয়োগ বা সদ্ব্যবহার করেন এবং নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাকৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ, নতুন পণ্য, নতুন সেবা, নতুন প্রক্রিয়া ও নতুন বাজার সৃষ্টি করেন। যে দেশে মেধাসম্পন্ন উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত দ্রুত হয়। একজন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা কম খরচে উন্নতমানের অধিক পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও উদ্ভাবন উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য হন। উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, শিল্পোন্নয়ন, নতুন উদ্যোগ স্থাপন ও ঝুঁকি বহনের মাধ্যম বা অনুঘটক বা Catalyst হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। উদ্যোক্তা উদ্ভাবনকারী ও উদ্যোগ সম্প্রসারণকারী হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করেন।

উদ্যোক্তার ভূমিকা বা গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ **১। শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা ঃ অধ্যাপক ডেরোসী (*Derossi*)**-র মতে, উদ্যোক্তা উদ্যোগ স্থাপ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কম ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে অধিক পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেন। ফলে একদিকে যেমন মুনাফার সর্বাধিকরণ সম্ভব হয়, অন্যদিকে তেমন দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়।

➢ **২। সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা ঃ অধ্যাপক ডেরোসী (*Derossi*)** মনে করেন যে নতুন শিল্প-প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবহার করেন, নতুন নিয়োগ সম্ভব করেন এবং সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করেন।

➢ **৩। মালিকের ভূমিকা ঃ** উদ্যোক্তা নতুন উদ্যোগ স্থাপন করে মালিকের ভূমিকায় উদ্যোগ পরিচালনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন সম্ভব করেন।

➢ **৪। নিয়োগকারীর ভূমিকা ঃ** নতুন উদ্যোগ স্থাপন করে উদ্যোক্তা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং নতুন কর্মীনিয়োগের মাধ্যমে মানব সম্পদ ও শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহারে সাহায্য করেন। সুতরাং, দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

➢ ৫। **উৎপাদকের ভূমিকা ঃ** নতুন উদ্যোগ স্থাপন করে এবং প্রাপ্য সম্পদ, কাঁচামাল, প্রযুক্তি ও উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে উদ্যোক্তা নতুন ধরনের ও উন্নতমানের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেন।

➢ ৬। **বাজার সৃষ্টিকারীর ভূমিকা ঃ** উদ্ভাবনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেন এবং বাজার গবেষণা ও বিক্রয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের নতুন বাজার সৃষ্টি ও বর্তমান বাজারের সম্প্রসারণ ঘটান। বাজার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, বাছাই ও বিশ্লেষণ করে উদ্যোক্তা উদ্যোগ উন্নয়নে তথ্যগুলিকে ব্যবহার করেন এবং পণ্যের নতুন বাজার গড়ে তোলেন। এতে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়।

➢ ৭। **সঞ্চালকের ভূমিকা ঃ** উদ্যোক্তা উদ্যোগগ্রহণের সব পর্যায়, সমস্ত কর্মী, বিভাগ ও কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন।

➢ ৮। **সিদ্ধান্তকারীর ভূমিকা ঃ** নতুন উদ্যোগ স্থাপন, পরিচালনা ও ঝুঁকিবহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকে নিজে গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোগটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করা, লাভজনকভাবে উদ্যোগের কাজকর্ম চালনা করার সবরকম সিদ্ধান্তই উদ্যোক্তাকে নিতে হয়।

➢ ৯। **উদ্ভাবনকারীর ভূমিকা ঃ** নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ধারণা সৃষ্টি, নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, নতুন উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা, নতুন বাজার উদ্ভাবন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উদ্ভাবনকারীর ভূমিকা পালন করেন।

➢ ১০। **ঝুঁকিবাহকের ভূমিকা ঃ** নতুন উদ্যোগগ্রহণে আর্থিক ঝুঁকি খুব বেশি থাকে। নতুন পণ্য বাজারে নাও চলতে পারে। উদ্যোগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণেও আর্থিক ঝুঁকি থাকে। উদ্যোক্তাকে উদ্যোগগ্রহণের সব রকমের ঝুঁকি বহন করতে হয়। ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেন।

➢ ১১। **অর্থনৈতিক প্রতিনিধির ভূমিকা ঃ** অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা বা গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পদের কাম্য ব্যবহার, নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও পরিবেশন, শিল্পোন্নয়ন ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে তাঁর আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উদ্যোগের অর্থনৈতিক সাফল্য আনেন এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেন। উদ্যোক্তার ভূমিকাকে আর্থিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।

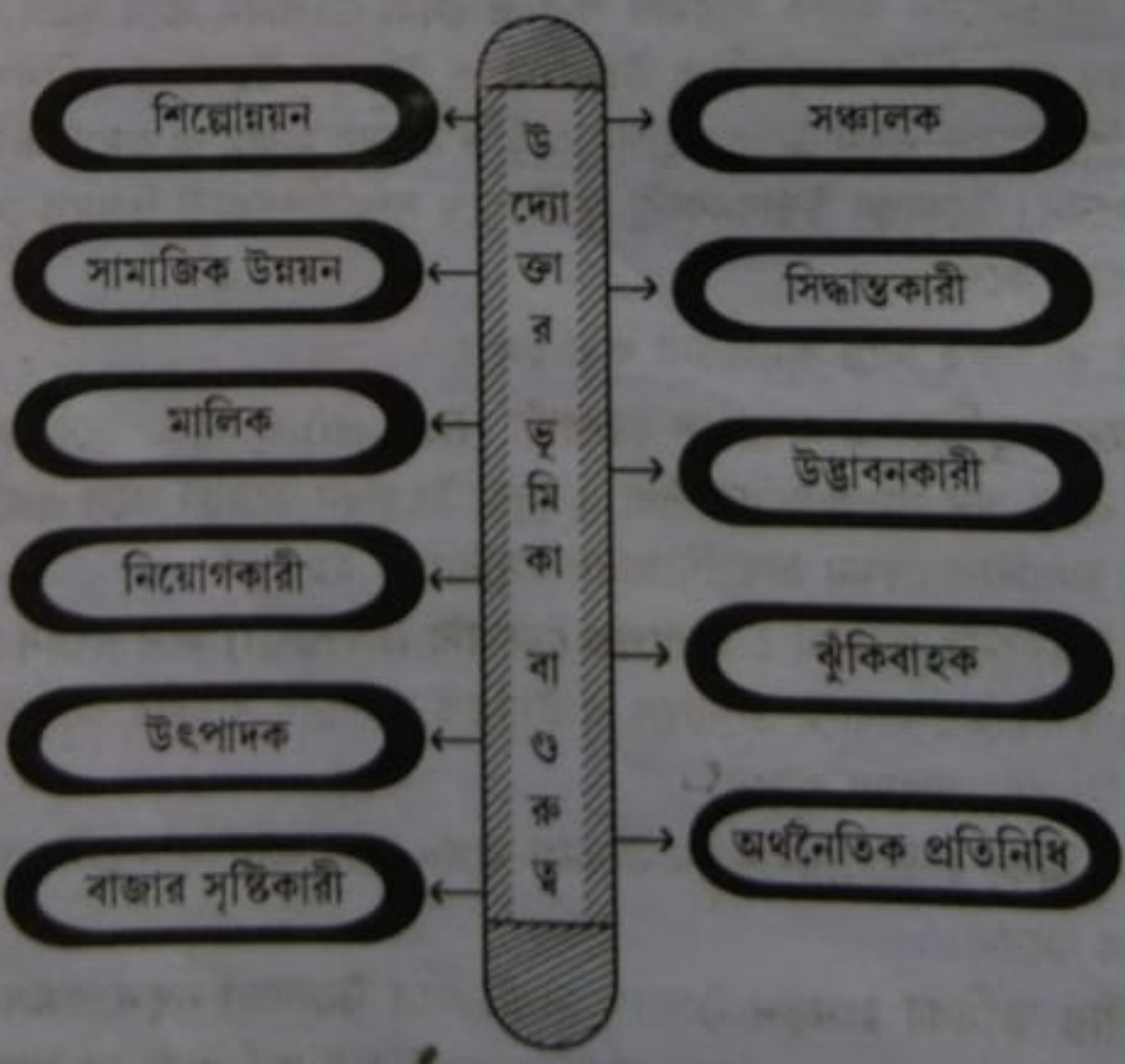

ওপরে একটি চিত্রলিপির মাধ্যমে উদ্যোক্তার ভূমিকা বা গুরুত্ব দেখানো হল ঃ